# মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(অষ্টদশ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
আবদুর রশীদ তারাপাশী

ইত্তিহাদ

# সূচিপত্র


শুরুর কথা ........ ২৭

স্মর্তব্য ........ ৩২

ইসলামপূর্ব যুগে উপমহাদেশ ........ ৩৩
- উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ........ ৩৩
- উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা ........ ৩৩
- ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ........ ৩৪
- উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ........ ৩৫
- আলেকজান্ডারের আক্রমণ ........ ৩৭

মুহাম্মাদ বিন কাসিম থেকে হিজরি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ........ ৪০

**প্রথম অধ্যায়**

**ভারতবিজেতা গজনবি ও ঘুরি সুলতানগণ**

গজনবি সালতানাত ........ ৪৪

**আমির সুবুকতেগিন ........ ৪৫**
- একটি বোবা প্রাণীর দোয়া ........ ৪৫
- রাজা জয়পালের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ : লাগমান যুদ্ধ ........ ৪৬
- জয়পালের অঙ্গীকার ভঙ্গ : হিন্দুস্তান সীমান্তে গজনবি বাহিনীর আক্রমণ ........ ৪৭
- লাগমানের দ্বিতীয় যুদ্ধ ........ ৪৮
- বিজিত এলাকায় ইসলামি দাওয়াতের ব্যবস্থাপনা ........ ৪৮
- আমির সুবুকতেগিনের ইন্তেকাল ........ ৪৯
- আলেমদের দৃষ্টিতে আমির সুবুকতেগিনের চরিত্র ........ ৪৯

**ইসমাইল ইবনে সুবুকতেগিন** ..... **৫১**

**ইয়ামিনুদ দাওলাহ সুলতান মাহমুদ গজনবি** ..... **৫৩**
ইতিহাসের প্রথম সুলতান ..... ৫৩
আলেম ও সাহিত্যিকদের বাগান ..... ৫৪
উলামা-মাশায়েখের প্রতি ভক্তি ..... ৫৪

পিতার শাসনামলে বিভিন্ন যুদ্ধে মাহমুদের অংশগ্রহণ ..... ৫৫
নুহ ইবনে মানসুর ও সুবুকতেগিনের মধ্যে সমঝোতা ..... ৫৫
সামানি বিদ্রোহী আমিরদ্বয়ের সঙ্গে গজনবিদের যুদ্ধ ..... ৫৬

নিজ শাসনামলে সামানিদের সঙ্গে সুলতান মাহমুদের দ্বন্দ্ব ..... ৫৭
মানসুর সামানির বিরুদ্ধে তার আমিরদের বিদ্রোহ ..... ৫৭
সামানিদের সঙ্গে সুলতান মাহমুদের যুদ্ধ ..... ৫৮
খেলাফতের দরবার থেকে 'ইয়ামিনুদ দাওলাহ' উপাধি প্রদান ..... ৫৮
ইলক খান, মুনতাসির সামানি ও মাহমুদ গজনবি ..... ৫৮
মুনতাসির সামানির পরিণতি ..... ৫৯
কারাখানিদের খোরাসান দখলের চেষ্টা এবং পশ্চাদ্‌গমন ..... ৬০
কারাখানিদের সঙ্গে মাহমুদ গজনবির রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ..... ৬০
ইলক খানের মৃত্যু ..... ৬০
সুলতান মাহমুদ কর্তৃক কারাখানিদের পশ্চাদ্ধাবন ..... ৬১
সেলজুকদের খোরাসানে স্থানান্তরিত হওয়া ..... ৬১
ঘুরিদের সঙ্গে সংঘাত ..... ৬২

সুলতান মাহমুদ গজনবির ভারত অভিযান ..... ৬৪

ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরির হিন্দুস্তান ..... ৬৪
উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্তান ..... ৬৫
উত্তর-হিন্দুস্তান ..... ৬৫
মধ্য-হিন্দুস্তান ..... ৬৬
পশ্চিম-হিন্দুস্তান ..... ৬৬
পূর্ব-হিন্দুস্তান ..... ৬৬
দক্ষিণ-হিন্দুস্তান ..... ৬৭
হিন্দুস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসমূহ : রাজনৈতিক বিভক্তি ..... ৬৭

হিন্দুস্তানে সুলতান মাহমুদ গজনবির অভিযানসমূহ ৬৯
প্রথম অভিযান : সীমান্ত যুদ্ধ (৩৯০ হিজরি) ৬৯
দ্বিতীয় অভিযান : পেশাওয়ার (৩৯১ হিজরি) ৬৯
তৃতীয় অভিযান : ভাটিয়া (ভীরা) দুর্গ (৩৯৫ হিজরি) ৭০
চতুর্থ অভিযান : মুলতান (৩৯৬ হিজরি) ৭২
বলখে ইলক খানের সঙ্গে যুদ্ধ ৭৩
পঞ্চম অভিযান : সুখপালের বিদ্রোহ ৭৩
ষষ্ঠ অভিযান : পেশাওয়ার যুদ্ধ (৩৯৯ হিজরি) ৭৪
কাঙড়ার যুদ্ধ ৭৬
ঘুর অধিকার ৭৬
সপ্তম অভিযান : মুলতান (৪০১ হিজরি) ৭৭
অষ্টম অভিযান : থানসির (৪০২ হিজরি) ৭৭
নবম অভিযান : নন্দনা (৪০৪ হিজরি) ৭৮
দশম অভিযান : কাশ্মীর (৪০৬ হিজরি) ৭৯
খাওয়ারিজম সফর ৮০
একাদশ অভিযান : কনৌজ (৪০৯ হিজরি) ৮০
যমুনার তীরে ৮১
মিরাট ও বুলন্দশহর দখল ৮১
মহাবন ও গোলচন্দের যুদ্ধ ৮২
মথুরার মন্দির ৮২
কনৌজ বিজয় ৮৩
মুনহাজ (ব্রহ্মা কেল্লা) বিজয় ৮৪
আসনি ও চন্দপাল কেল্লা ৮৫
রাজা চন্দ্ররায়কে ধাওয়া এবং খোদাদাদ হাতি ৮৫
খলিফাকে বিষ শনাক্তকারী পাখি উপহার ৮৬
দ্বাদশ অভিযান : কালিঞ্জর ৮৬
ত্রয়োদশ অভিযান : কিরাত ও নারদিন ৮৮
চতুর্দশ অভিযান : লোহকোট ও লাহোর ৮৯
পঞ্চদশ অভিযান : গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর ৯০
ষোড়শ অভিযান : সোমনাথ বিজয় ৯২
সপ্তদশ অভিযান : জাট জাতি (৪১৮ হিজরি) ৯৪

শেষ অভিযান ....... ৯৫
পরপারে যাত্রা ....... ৯৫

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহের উদ্দেশ্য ....... ৯৬

সুলতান কেন হিন্দুস্তানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন না? ....... ১০১

সুলতান মাহমুদের সাফল্য ....... ১০৩
সুলতানের চরিত্রহনন এবং এর বাস্তবতা ....... ১০৪

গ্রহণযোগ্য ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে সুলতান মাহমুদের চরিত্র ....... ১০৯
আল্লামা ইবনে খালদুনের মন্তব্য ....... ১০৯
ইবনে আসিরের বর্ণনা ....... ১০৯
হাফেজ ইবনে কাসিরের অভিমত ....... ১১০
হাফেজ জাহাবি ও কাজি মিনহাজুস সিরাজ রহ.-এর অভিমত ....... ১১০
ইতিহাসবিদ তারাচাঁদের মন্তব্য ....... ১১০
লেনপুলের দৃষ্টিতে সুলতান মাহমুদ গজনবি ....... ১১১
সুলতান সম্পর্কে স্যার অ্যালফিনসস্টোনের অভিমত ....... ১১২

সুলতান মাহমুদের জীবন থেকে কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা ....... ১১৪
তালিবে ইলমের সম্মান : নববি দরবার থেকে সুসংবাদ ....... ১১৪
আমাকে এসে ডাকবে ....... ১১৪
উন্নয়নকর্ম : জ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা ....... ১১৫

গজনি দরবারের কতিপয় জ্ঞানী ও সাহিত্যিকের পরিচয় ....... ১১৭
হাকিম উনসুরি (মৃত্যু : ৪৩১ হিজরি মোতাবেক ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ) ....... ১১৭
দাকিকি ....... ১১৭
ফিরদাউসি (৩২৪-৪১১ হিজরি—৯৩৫-১০২০ খ্রিষ্টাব্দ) ....... ১১৭
উস্তাদ আসাদি তুসি ....... ১১৮
হাসান মাইমান্দি (মৃত্যু : ৪২৪ হিজরি মোতাবেক ১০৩২ খ্রিষ্টাব্দ) ....... ১১৮
আবু রাইহান মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-বেরুনি
(মৃত্যু : ৪৪০ হিজরি মোতাবেক ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) ....... ১১৯

সুলতান মাহমুদের উত্তরসূরি ....... ১২০

**সুলতান মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ গজনবি** ....... **১২১**

**সুলতান মাসউদ ইবনে মাহমুদ গজনবি** ....... **১২২**

খুজদার, মাকরান ও সরস্তি বিজয় ১২২
সুলতান ও জনৈকা মহিলা জাদুকর ১২৩
ওঘুজ তুর্কদের সঙ্গে যুদ্ধ : জুরজান ও তাবারিস্তান দখল ১২৩
হানসি ও সোনিপত বিজয় ১২৪
আহমাদ নিয়ালতেগিনের বিদ্রোহ ১২৪
সেলজুকদের হামলা ১২৫
সেলজুকদের হাতে পরাজয় এবং লাহোর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ১২৫
হিন্দুস্তান সফর : উজিরের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান ১২৫
সিন্ধু নদের তীরে সেনাদলের মধ্যে বিদ্রোহ ১২৭
মসনদে অন্ধ শাহজাদা মুহাম্মাদের আরোহণ ১২৭
সুলতান মাসউদের গ্রেফতারি ও মৃত্যু ১২৮
সুলতান মাসউদের কতিপয় ভালো গুণ ১২৮

সুলতান মাসউদের দরবারের আলেম ও গুণীজন ১৩০
আবুল ফজল বাইহাকি ১৩০
ফাররুখি সিস্তানি ১৩০
আসজাদি মারুজি ১৩১

**দ্বিতীয় দফায় সুলতান মুহাম্মাদের শাসন ১৩২**
শাহজাদা মওদুদ কর্তৃক সুলতানকে হুমকি ১৩২

**সুলতান মওদুদ ইবনে মাসউদ ১৩৩**
সন্তানাদিসহ সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু ১৩৩
পুণ্যের ফলাফল পান আবদুর রহিম ১৩৩
লাহোরে মওদুদের সেনা-অভিযান ১৩৪
শাহজাদা মজদুদের ইন্তেকাল ১৩৪
লাহোরে হিন্দুদের হামলা : মুসলমানদের শক্ত প্রতিরোধ ১৩৫
মওদুদের ইন্তেকাল ১৩৫

**সুলতান দ্বিতীয় মাসউদ ইবনে মওদুদ ১৩৬**

**সুলতান আবুল হাসান আলি ইবনে মাসউদ বাহাউদ্দৌলা ১৩৭**

**সুলতান আবদুর রশিদ ইবনে মাহমুদ গজনবি ১৩৮**
নগরকোট পুনরুদ্ধার ১৩৮
সেলজুকদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তুগরুলের কৃতিত্ব ১৩৮

তুগরুলের বিদ্রোহ ১৩৯
সুলতান আবদুর রশিদের হতাশাজনক পরিণতি ১৩৯

**তুগরুল** **১৪০**
তুশতেগিন কারখির পত্রাবলি এবং তুগরুলের শোচনীয় পতন ১৪০

**সুলতান ফররুখজাদ ইবনে মাসউদ** **১৪২**
বিপদগ্রস্ত কৃষিজীবিদের ওপর থেকে ট্যাক্স প্রত্যাহার ১৪২
সেলজুকদের বিরুদ্ধে বিজয় ১৪২
সেলজুকদের সঙ্গে বন্দি বিনিময় ও চুক্তি ১৪৩
সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধ ১৪৩
দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ১৪৪

**সুলতান ইবরাহিম ইবনে মাসউদ জহিরুদ্দৌলা** **১৪৫**
কুরআনুল কারিম লিপিবদ্ধ করা ১৪৫
রাজনৈতিক কৌশলে সুলতান মালিক শাহকে পিছু হটানো ১৪৫
হিন্দুস্তানে অভিযান ১৪৬
দুররা বিজয় ও ইসলাম প্রচার ১৪৭
সুলতান ইবরাহিমের গুণাবলি ১৪৭
সন্তানাদির আধিক্য ১৪৮

**মাসউদ ইবনে ইবরাহিম আলাউদ্দৌলা (তৃতীয় মাসউদ)** **১৪৯**

**সুলতান আরসালান শাহ ইবনে মাসউদ সুলতানুদ্দৌলা** **১৫০**
আরসালান শাহর অত্যাচার-অনাচার ১৫০
রাজ-মাতার বুদ্ধিমত্তা এবং সুলতান সানজারের অভিযান ১৫০
দ্বিতীয়বার আরসালান শাহ কর্তৃক গজনি দখল এবং তার পরিণাম ১৫১

**সুলতান বাহরাম শাহ ইবনে মাসউদ মুইজ্জুদ্দৌলা** **১৫৩**
সুলতান ইবরাহিমের শাসনের প্রতি মুহাম্মাদ বাহলিমের বিদ্রোহ ১৫৩
ঘুরি গোত্রের নৈকট্য, অতঃপর দ্বন্দ্ব ১৫৪
সাইফুদ্দিন ঘুরির হামলা ১৫৪
সাইফুদ্দিনের সঙ্গে গজনিবাসীর ধোঁকা ১৫৪
আলাউদ্দিন হুসাইন কর্তৃক বাহরাম শাহকে হুমকি ১৫৫
পিল বনাম খরমিল ১৫৫
বাহরাম শাহর ছেলের মৃত্যু : পরাজয় ও পলায়ন ১৫৬

বাহরাম শাহর ইন্তেকাল ১৫৭
একনজরে বাহরাম শাহর শাসনকাল ১৫৭
**সুলতান খসরু শাহ জহিরুদ্দৌলা** **১৫৮**
পুড়িয়ে ফেলা হলো ঐতিহ্যের গজনি নগরী ১৫৮
নারীদের ওপর অত্যাচার ১৫৮
গজনির ধ্বংসযজ্ঞ আর আলাউদ্দিনের উল্লাস ১৫৯
গজনি-যুগের ভবন ধ্বংসকরণ ১৬১
সাইয়েদদের রক্ত ১৬১
খসরু শাহর শেষ আশাও খতম ১৬১
গজনবি সুলতানদের পরে গজনি শহরের অবস্থা ১৬২
**সুলতান খসরু মালিক** **১৬৩**
শিহাবুদ্দিন ঘুরি ও খসরু মালিক ১৬৩
খসরু মালিকের গ্রেফতারি : গজনবি পরিবারের পতন ১৬৪
গজনবি শাসকদের তালিকা ১৬৬
**ঘুরি সালতানাত** **১৬৯**
ঘুর একটি বিস্ময়কর ভূখণ্ড ১৭০
ঘুরি বংশের অতীত ১৭১
ইজ্জুদ্দিন হাসানের বিস্ময়কর কাহিনি ১৭২
হাফত আখতার ১৭৩
**মালিকুল জিবাল কুতুবুদ্দিন মুহাম্মাদ** **১৭৪**
**সাইফুদ্দিন সুরি** **১৭৫**
**বাহাউদ্দিন সাম** **১৭৬**
**আলাউদ্দিন হুসাইন জাহাঁসুজ** **১৭৭**
গিয়াসুদ্দিন ও শিহাবুদ্দিন : দায়িত্ব থেকে বন্দিত্ব পর্যন্ত ১৭৭
সুলতান সানজারের সঙ্গে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ও গ্রেফতারি ১৭৮
আলাউদ্দিন হুসাইনের মুক্তি ১৭৮
**সাইফুদ্দিন ঘুরি ইবনে আলাউদ্দিন** **১৮০**
বাতিনিয়া ও কারামিতাদের বিরুদ্ধে অভিযান ১৮০
সাইফুদ্দিন ঘুরির পরিণতি ১৮০

**সুলতান গিয়াসুদ্দিন ঘুরি** ........ **১৮২**
কীভাবে রাজত্ব পেলেন? ........ ১৮২
দুই দেহ এক প্রাণ ........ ১৮৩
সালতানাত প্রতিরক্ষায় গিয়াসুদ্দিন ঘুরির অভিযানসমূহ ........ ১৮৩
গিয়াসুদ্দিন ও শিহাবুদ্দিনের ধর্মীয় ঝোঁক ........ ১৮৪
গিয়াসুদ্দিন ঘুরির গুণাবলি ........ ১৮৫

খাওয়ারিজমশাহি সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ........ ১৮৭
সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ খাওয়ারিজমশাহের সঙ্গে যুদ্ধ ........ ১৮৮
গজনি থেকে ওঘুজ তুর্কদের বহিষ্কার ........ ১৮৮
গজনিতে খসরু মালিকের কর্তৃত্বের অবসান ........ ১৮৯

হিন্দুস্তানে শিহাবুদ্দিন ঘুরির প্রতিনিধিত্ব ........ ১৯০
সালতানাতের নায়েব হিসেবে শিহাবুদ্দিন ঘুরি ........ ১৯০
গজনি—ঘুরিদের দ্বিতীয় রাজধানী ........ ১৯০
শিহাবুদ্দিন ঘুরির প্রাথমিক কার্যক্রম ........ ১৯১
১. সিন্ধুর উজান অঞ্চল, মুলতান ও উচ ........ ১৯১
২. গুজরাটে ভিমদেবের সঙ্গে যুদ্ধ ........ ১৯২
৩. নতুন যুদ্ধ মানচিত্র : পেশাওয়ার বিজয় ........ ১৯২
৪. লাহোর সফর ........ ১৯৩
৫. ভাটি সিন্ধুতে অভিযান ........ ১৯৩
৬. সিয়ালকোট পুনর্নির্মাণ ........ ১৯৩
৭. লাহোর অভিযান ........ ১৯৪
৮. বাথিণ্ডা বিজয় : তারাইনের প্রথম যুদ্ধ ........ ১৯৪
৯. তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ........ ১৯৭
পৃথ্বিরাজের গ্রেফতারি এবং তার পরিণতি ........ ১৯৯
শিহাবুদ্দিনের প্রত্যাবর্তন এবং কুতুবুদ্দিন আইবেকের প্রতিনিধিত্ব ........ ২০০
১০. গাড়োয়াল সালতানাত : চান্দাওয়ার যুদ্ধ ও বেনারস বিজয় ........ ২০০
বিয়ানা ও গোয়ালিয়র অভিযান : ৫৯২ হিজরি—১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২০২
বিহার ও বাঙালা বিজয় : ৫৯৯ হিজরি—১২০২ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২০২

**সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরির শাসনকাল** ........ **২০৪**
খাওয়ারিজমিদের মোকাবিলায় পরাজয় : ৬০০ হিজরি—১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২০৪
খোখরদের সাথে যুদ্ধ : ৬০১ হিজরি—১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২০৪

হিন্দুস্তানের শেষ সফর : শিহাবুদ্দিন ঘুরির দাওয়াতি তৎপরতা ............ ২০৫
শিহাবুদ্দিন ঘুরির শাহাদাত : ৬০২ হিজরি—১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ ............ ২০৬
সুলতান শিহাবুদ্দিনের চরিত্র ............ ২০৭
শিহাবুদ্দিন ঘুরির অনুগ্রহ : মুসলিম হিন্দুস্তানের মহাপ্রাচীর ............ ২০৭
হিন্দুস্তানে ঘুরি শাসকদের সফলতার প্রেক্ষাপট ............ ২০৯
১. সিংহভাগ মানুষ ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত ............ ২০৯
২. কার্যবণ্টন সমস্যা ............ ২০৯
৩. সামাজিক অধঃপতন ............ ২০৯
৪. জনসাধারণ কর্তৃক মুসলমানদের সহায়তা প্রদান ............ ২১০
৫. হিন্দুস্তানিদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব ............ ২১০
৬. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব ............ ২১০
৭. হিন্দুদের ক্ষীয়মাণ সামরিক ব্যবস্থাপনা ............ ২১১
হিন্দুস্তানে প্রথমদিকের মুসলিম অভিযানসমূহের প্রভাব ............ ২১২
সংযুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা ............ ২১২
সেকেলে জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ............ ২১২
উন্নত ব্যবস্থাপনা কাঠামো ............ ২১৩
সুশিক্ষিত সুলতান ............ ২১৩
বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ............ ২১৩
সবার জন্য শহুরে সুযোগ-সুবিধা ............ ২১৪
বিশ্বসেরা সেনাবাহিনী গঠন ............ ২১৪
সারাদেশে একক রাষ্ট্রভাষা ............ ২১৫
স্থাপত্যশিল্পে অগ্রগতি ............ ২১৬
ঘুরি শাসকদের তালিকা ............ ২১৭

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

গজনবি ও ঘুরি সুলতানদের সামসময়িক
উপমহাদেশের খ্যাতিমান উলামা-মাশায়েখ

আবু রাইহান আল-বেরুনি রহ. ............ ২২১
সালার মাসউদ গাজি রহ. ............ ২২৩
সাইয়েদ আলি হাজবেরি রহ. ............ ২২৭
সুলতান সাখি সুরুর রহ. ............ ২৩০

## তৃতীয় অধ্যায়

দিল্লির বাদশাহগণ

গোলাম পরিবার, খিলজি, তুগলক, সাইয়েদ ও লোধি

দিল্লির বাদশাহদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ........ ২৩৪

### গোলাম বংশ

তোমার গোলামরা করে গেছে বাদশাহি ........ ২৩৬

গজনিতে ক্ষমতার যুদ্ধ ........ ২৩৭
- মাহমুদ ইবনে গিয়াসুদ্দিন : ক্ষমতার দাবিদার ........ ২৩৭
- সুলতানের শাহাদাতের পর তাজউদ্দিন ইলদুজের রাজনৈতিক ভূমিকা ........ ২৩৭
- গজনির রাজ মসনদে আলাউদ্দিন ........ ২৩৯
- গজনিতে ক্ষমতার টানাপোড়েন ........ ২৩৯

**সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক ........ ২৪১**
- গোলামির জীবনেও দানশীলতা ........ ২৪২
- যুদ্ধে বন্দিত্ব এবং মালিকের অনুগ্রহ ........ ২৪২
- আইবেকের ওপর শিহাবুদ্দিন ঘুরির ভরসা ........ ২৪৩

হিন্দুস্তানে আইবেকের প্রতিনিধিত্ব ও বিজয়াভিযান ........ ২৪৪
- হানসিতে জাটওয়ান রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ........ ২৪৪
- মিরাট বিজয় : ৫৮৮ হিজরি—১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২৪৫
- দিল্লি বিজয় : ৫৮৮ হিজরি—১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২৪৫
- চান্দাওয়ার যুদ্ধ : ৫৯০ হিজরি—১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২৪৭
- সফেদ হাতি ........ ২৪৭
- বাদায়ুন ও কালপুর অভিযান ........ ২৪৮
- হরি রায়ের ঔদ্ধত্য ........ ২৪৮
- রণথম্ভপুর অবরোধ : আজমির যুদ্ধ, আইবেকের গজনি সফর ........ ২৪৯
- হরি রায়ের পরিণতি : আজমিরে মুসলিম শাসক নিযুক্তি ........ ২৫০
- আজমিরে মেহর রাজপুতদের ব্যর্থ আক্রমণ ........ ২৫০
- ৫৯৩ হিজরিতে গুজরাটে হামলা :
  ৫৯৪ হিজরিতে দ্বিতীয়বার গজনি সফর ........ ২৫১
- বাদায়ুন ও কনৌজ : ৪৯৪-৪৯৫ হিজরি—১১৯৮-১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২৫২
- কালিঞ্জর ও এর পার্শ্ববর্তী দুর্গ : ৫৯৯ হিজরি—১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ ........ ২৫৩

গজনির তৃতীয় সফর : খাওয়ারিজম ও আন্দখয় যুদ্ধ ..... ২৫৪

মালিক বাহাউদ্দিন তুগরুলের কৃতিত্ব ..... ২৫৫

**মালিক ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে বখতিয়ার খিলজি ..... ২৫৭**

বিহারে গেরিলা হামলা ..... ২৫৮

বিহার জয় ..... ২৫৮

হাতির প্রতিরোধ ..... ২৫৯

বাঙালা বিজয় ..... ২৬০

খিলজিদের কেন্দ্র লখনৌতি ও দেবকোট ..... ২৬২

তিব্বত বিজয়ের পরিকল্পনা ..... ২৬২

বর্ধনকোট ও ব্রহ্মপুত্র ..... ২৬৩

পাথরের সুবিশাল তোরণ সেতু ..... ২৬৩

কামরুপের রাজা ..... ২৬৪

বাঁশধারী বাহিনীর সাথে মোকাবিলা ..... ২৬৪

এক বিশাল শহরের সংবাদ ..... ২৬৫

ফিরতি যাত্রা এবং খাদ্য সংকট ..... ২৬৫

সেই সুবিশাল তোরণযুক্ত সেতু ধ্বংস ..... ২৬৬

মুসলিম বাহিনীকে ঘেরাও করার ব্যর্থ প্রয়াস ..... ২৬৬

মুসলিম বাহিনীর বিপর্যস্ত অবস্থা ..... ২৬৬

সম্ভবত সুলতান গাজির (শিহাবুদ্দিন ঘুরি) ওপর বিপদ নেমে এসেছে ..... ২৬৭

তিরস্কার ও অভিশাপ ..... ২৬৭

খিলজি জেনারেলের হতাশাজনক পরিণতি ..... ২৬৭

হিন্দুস্তানে আইবেকের স্বাধীন শাসন : জটিলতা ও অভিযান ..... ২৬৯

শিহাবুদ্দিন ঘুরির স্থলাভিষিক্তির ব্যাপার ..... ২৬৯

কুতুবুদ্দিন আইবেকের পরীক্ষা ..... ২৭০

নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা ..... ২৭০

সুলতানের উত্তরসূরিদের থেকে হুকুমতের সনদ ..... ২৭০

তাজউদ্দিন ইলদুজের সঙ্গে সংঘর্ষ ..... ২৭১

স্থানীয় আমিরদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ..... ২৭২

কুতুবুদ্দিন আইবেকের ইন্তেকাল ..... ২৭৩

একনজরে সুলতান আইবেকের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ..... ২৭৪

ক. ৫৮৭-৬০২ হিজরি—১১৯২-১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ ..... ২৭৪

খ. ৬০২-৬০৫ হিজরি—১২০৬-১২০৮ খ্রিষ্টাব্দ ২৭৪
গ. ৬০৫-৬০৭ হিজরি—১২০৮-১২১০ খ্রিষ্টাব্দ ২৭৫

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের গুণাবলি ২৭৬

কুতুবুদ্দিন আইবেকের নির্মাণকাজ ২৭৮
কাসরে সেপিদ বা শ্বেত প্রাসাদ ২৭৮
কুতুব মিনার ২৭৮
কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ২৭৯
কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ নিয়ে আল্লামা ইকবালের কাব্য ২৭৯
কুতুবুদ্দিন আইবেককে হাফিজ জলন্ধরির ভক্তির নজরানা ২৮০

**আরাম শাহ ইবনে কুতুবুদ্দিন আইবেক ২৮৩**

**সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ২৮৪**
এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির উপদেশ ২৮৪
আল্লাহর ওলিদের সমাবেশে তুর্কি শিশু ২৮৫
গজনির দাস-বাজারে ২৮৫
আইবেকের পৃষ্ঠপোষকতায় ইলতুতমিশ ২৮৬
বীরত্বপূর্ণ কীর্তি এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি ২৮৭
দিল্লির মসনদে ইলতুতমিশ ২৮৮
বাইআতের শরয়ি অবস্থান এবং আজাদির সনদ ২৮৯

প্রথম কালপর্ব
বিদ্রোহী ও বিরুদ্ধবাদীদের দমন ২৯০
আমিরদের বিদ্রোহ ও পরাজয় ২৯০
লাহোরে ইলদুজের শাসন ২৯০
গজনি থেকে ইলদুজের শাসন ক্ষমতা উৎখাত ২৯১
নাসিরুদ্দিন কাবাচার লাহোর দখল ২৯১
ইলদুজ কর্তৃক লাহোর দখল : ইলতুতমিশের সঙ্গে যুদ্ধ ও পরিণতি ২৯২
লাহোরে নাসিরুদ্দিন কাবাচার দখল : ইলতুতমিশের সঙ্গে যুদ্ধ ২৯৩

দ্বিতীয় কালপর্ব
মঙ্গোলদের হামলা থেকে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ ২৯৫
সুলতান ইলতুতমিশ কর্তৃক সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহকে বার্তা ২৯৫
সুলতান ইলতুতমিশের কৌশলের তিনটি দিক ২৯৬

জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ ও কাবাচার মধ্যে দ্বন্দ্ব ২৯৬
সুলতান ইলতুতমিশ ও সুলতান জালালুদ্দিনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অতঃপর সন্ধি ২৯৭

তৃতীয় কালপর্ব
সালতানাত সম্প্রসারণ এবং বিজয়ধারা ২৯৯
বাঙালা ও বিহারের পরিস্থিতি ২৯৯
সুলতান ইলতুতমিশের লখনৌতি (পশ্চিমবঙ্গ) দখল ৩০০
রনথম্ভপুর পদানত ৩০১
কোহ-ই-শিভালিকে অভিযান ৩০১
নাসিরুদ্দিন কাবাচার সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ : পাঞ্জাব বিজয় ৩০২
সিন্ধুকে আত্মীকরণ ৩০৩
কনৌজ দখল ৩০৪
খেলাফতের দরবারে মূল্যায়ন ৩০৪
যুবরাজের ইন্তেকাল এবং বিহার অভিযান ৩০৪
প্রাণঘাতী আক্রমণ ৩০৫
গোয়ালিয়র অভিযান ৩০৫
শাহজাদি রাজিয়াকে যুবরাজ্ঞী ঘোষণা ৩০৬
মালোহ বিজয় এবং দেবালয়সমূহ ধ্বংস ৩০৬
গোয়ালিয়রের ধীমান শাসক নুসরাতুদ্দিন তায়িসি : কালিঞ্জরে আক্রমণ ৩০৮
সুলতান ইলতুতমিশের জীবনের শেষ সফর ও ইন্তেকাল ৩০৯

ইলতুতমিশের শাসনব্যবস্থা এবং তার কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক ৩১১
নির্মাণশিল্প ৩১১
কালো ও লাল পতাকা ৩১২
রাজনীতির ধরন এবং ন্যায়-ইনসাফ ৩১২
ওয়াজ-নসিহতের সমাবেশ ৩১২
কাজি হামিদ নাগোরি এবং সামার মাসআলা ৩১৩
খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার রহ.-এর জানাযা এবং ইলতুতমিশের তাকওয়া ৩১৪
সন্তানাদি এবং উত্তরসূরি ৩১৫
ছেলে অথবা নাতি ৩১৬

ইলতুতমিশের চল্লিশ আমির ৩১৮
১. তাজউদ্দিন সানজার কিজলিক খান ৩১৮
২. কবির খান আয়াজ ৩১৮

৩. নুসরাতুদ্দিন তায়িসি ৩১৯
৪. ইজ্জুদ্দিন তুগান খান তুগরুল ৩১৯
৫. মালিক কারাকুশ ইলতেগিন, ইখতিয়ারুদ্দিন ৩১৯
৬. আমির হাজিব ইলতেগিন, ইখতিয়ারুদ্দিন ৩২০
৭. মালিক আলতুনিয়া ইখতিয়ারুদ্দিন ৩২০
৮. বলবন কবির, মালিক ইজ্জুদ্দিন কিশলু খান ৩২০
৯. বলবন সগির, বাহাউদ্দিন, উলুগ খান (সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন) ৩২১
১০. মালিক নুসরাতুদ্দিন শের খান ৩২১
১১. কিশলু খান আমির হাজিব, সাইফুদ্দিন আইবেক ৩২২
১২. সাইফুদ্দিন আইবেক, উচের শাসনকর্তা ৩২২
১৩. ইগানতুত, সাইফুদ্দিন আইবেক ৩২৩
১৪. বুতখান, সাইফুদ্দিন আইবেক খিতায়ি ৩২৪
১৫. আরসালান খান খাওয়ারিজমি, তাজউদ্দিন সানজার ৩২৪
১৬. মালিক ইজ্জুদ্দিন তুগান খান তুগরুল ৩২৫
১৭. তোমর খান কিরান ৩২৫

**রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহ ইবনে ইলতুতমিশ ৩২৬**
নতুন বাদশাহর বিলাসিতা ৩২৬
তুরকান খাতুনের অনাচার ৩২৭
রুকনুদ্দিনের অত্যাচার : শাহজাদা কুতুবুদ্দিনকে মৃত্যুদণ্ড ৩২৭
সালতানাতের আমিরদের বিদ্রোহ ৩২৮
যুদ্ধের মেঘ, সালতানাতের অভিজাত ব্যক্তিদের হত্যা ৩২৮
তুরকান খাতুন এবং সুলতানা রাজিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব ৩২৯
শহরের নেতৃবৃন্দের সমাবেশে শাহজাদি রাজিয়ার ভাষণ ৩৩০
রুকনুদ্দিনের গ্রেফতারি ৩৩০

**রাজিয়া সুলতানা বিনতে ইলতুতমিশ ৩৩১**
সুলতানা রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণ ৩৩২
রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহর পরিণতি ৩৩৩
রাজিয়া সুলতানার কৃতিত্ব ৩৩৪
কারামিতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ৩৩৫
কারামিতাদের সম্পর্কে ফতোয়া ৩৩৫
ধর্মীয় উদারতা ৩৩৬

বিদ্রোহের প্রথম কালপর্ব ........ ৩৩৮
সুলতানার সামরিক পোশাক ........ ৩৪০

সাম্রাজ্য শক্তিশালী করার কালপর্ব ........ ৩৪১
নতুন বন্দোবস্ত ........ ৩৪১
রনথম্বপুরের যুদ্ধ ........ ৩৪২
গোয়ালিয়র পদানত ........ ৩৪২
জনগণের প্রতি সদাচার ও ন্যায়বিচার ........ ৩৪২
নারী অধিকার ........ ৩৪৩
উলামা-মাশায়েখের প্রতি ভক্তি, ইলমি বিতর্ক এবং দীনি জযবা ........ ৩৪৩
ধর্মীয় খেদমত ........ ৩৪৪
গবেষণা ও রচনা পরিষদ ........ ৩৪৪
খানকাহসমূহকে সহায়তা প্রদান ........ ৩৪৫
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং একে উন্নতি প্রদান ........ ৩৪৫
দীনি পরিবেশ ........ ৩৪৫

বিদ্রোহের দ্বিতীয় কালপর্ব ........ ৩৪৬
লাহোরে বিদ্রোহ ........ ৩৪৬
বাথিন্ডার যুদ্ধ, রাজিয়ার গ্রেফতারি ........ ৩৪৭
বিদ্রোহের পুতুল ইলতেগিনের আধিপত্য ও উন্নতি ........ ৩৪৮
ইলতেগিনের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি : বাহরাম শাহর প্রকৃত শাসন আরম্ভ ........ ৩৪৯
মালিক আলতুনিয়ার অনুতাপ : রাজিয়া সুলতানার সাথে বিবাহ ........ ৩৫০
দিল্লিতে রাজিয়ার সেনা অভিযান এবং হতাশাজনক পরিণতি ........ ৩৫০
রাজিয়ার কবর ........ ৩৫১
ইলতুতমিশের মাজার ........ ৩৫২
রাজিয়ার কৃতিত্বের ওপর একটি পর্যালোচনা ........ ৩৫২
রাজিয়ার ওপর মিথ্যে অপবাদ ও তার বাস্তবতা ........ ৩৫২
চিন্তার বিষয় ........ ৩৫৩

**মুয়িজ্জুদ্দিন বাহরাম শাহ ইবনে সুলতান ইলতুতমিশ ........ ৩৫৪**
বাদশাহর জ্ঞানবুদ্ধির উপর এক মাজযুবের প্রভাব বিস্তার ........ ৩৫৪
লাহোরে মোঙ্গল হামলা : দীনদার মুহাম্মাদ ও মালিক কারাকুশের বীরত্ব ........ ৩৫৫
বাহরাম শাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ........ ৩৫৮

**সুলতান আলাউদ্দিন মাসউদ ইবনে রুকনুদ্দিন** ..... **৩৬০**
নতুন আঙ্গিকে পদ-পদবি বণ্টন ..... ৩৬০
পদবি বণ্টন ..... ৩৬১
শাহজাদাদের মুক্তি ..... ৩৬১
হিন্দুদের হামলা ..... ৩৬২
মোঙ্গলদের হামলা এবং বলবন সগিরের কৃতিত্ব ..... ৩৬৩
আলাউদ্দিন মাসউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ..... ৩৬৪

**সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ** ..... **৩৬৫**
নাসিরুদ্দিন মাহমুদের রাজনীতির ধরন ..... ৩৬৫
ফ্যাসাদিদের দুর্বল করার অভিযান ..... ৩৬৬
শাহজাদা জালালুদ্দিনের অসন্তুষ্টি ..... ৩৬৭
বলবনের কন্যার সাথে সুলতান নাসিরুদ্দিনের বিয়ে ..... ৩৬৭
বলবন হয়ে গেলেন উলুগ খান ..... ৩৬৭
ইজ্জুদ্দিন বলবনের ব্যর্থতা ..... ৩৬৮
গোয়ালিয়র ও মালওয়া অভিযান ..... ৩৬৯
উলুগ খানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঐক্য এবং তার পতন ..... ৩৭০
আরেকটি বিদ্রোহ ..... ৩৭১
পাঞ্জাবে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ..... ৩৭২
ইমামুদ্দিন রায়হানকে প্রত্যাহার : বলবন সগির আবারও সালতানাতের নায়েব ..... ৩৭২
কুতলুগের সাথে সুলতানের মায়ের বিয়ে এবং নতুন সমস্যা ..... ৩৭৩
অযোধ্যায় কুতলুগ খানের বিদ্রোহ ..... ৩৭৪
কুতলুগ খান এবং বলবন কবিরের ব্যর্থ যোগসাজশ ..... ৩৭৪
মোঙ্গলদের হামলা ..... ৩৭৬
বাগদাদের পতন : দিল্লির দরবারের প্রতি মোঙ্গলদের ভয় ..... ৩৭৬
মেওয়াত অভিযান ..... ৩৭৭
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের ইন্তেকাল, তার চরিত্র ও কৃতিত্ব ..... ৩৭৭
কাজি মিনহাজুস সিরাজ এবং তাবাকাতে নাসিরি ..... ৩৭৮

**সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন** ..... **৩৮০**
নতুন ব্যবস্থাপনা এবং রাজনীতির ধরন ..... ৩৮০
মেওয়াত ..... ৩৮১

দোয়াব ৩৮২
অযোধ্যার রাজপথ ৩৮৩
কাঠির (রোহিলখণ্ড) ৩৮৩
কোহিস্তান-ই নমক বা লবণাঞ্চল ৩৮৪
লাহোর সফর ৩৮৪
শাহজাদা মাহমুদ বুগরা খান, মুহাম্মাদ খান এবং মোঙ্গলদের প্রতিরোধ ৩৮৫
চল্লিশ আমিরের প্রথা বাতিল ৩৮৬
জায়গিরদারদের জবাবদিহিতা ৩৮৭
সম্প্রসারণের স্থলে স্থিতিশীলতা ৩৮৭
তাতারদের সাথে যুদ্ধ ৩৮৮
মুহাজিরদের আবাসন ৩৮৯
লখনৌতিতে তুগরুলের বিদ্রোহ এবং বলবনের দীর্ঘতম অভিযান ৩৯০
যুবরাজ মুহাম্মাদ খানের গুণাবলি ৩৯৪
মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধের আগে সুলতান কর্তৃক মুহাম্মাদ খানকে উপদেশ ৩৯৫
মোঙ্গলদের সাথে শাহজাদার যুদ্ধ ৩৯৬
মোঙ্গলদের দ্বিতীয় হামলা : শাহজাদা মুহাম্মাদ খানের বীরত্ব ৩৯৭
শাহজাদা মুহাম্মাদ খানের শাহাদাত ৩৯৮
সুলতান বলবনের শেষ দিনগুলো ৩৯৯
মজলুমের ফরিয়াদ ৩৯৯
বুগরা খানকে নিয়ে আশা-নিরাশা ৪০০
বুগরা খানের ব্যাপারে সুলতানের ভুল ধারণা ৪০১
সুলতানের ইন্তেকাল ৪০২

এক নজরে সুলতান বলবনের শাসননীতি ৪০৪

নতুন আঙ্গিকে সেনা বিন্যাস ও প্রশিক্ষণ ৪০৪
সেনাবাহিনীর সংখ্যা এবং মাসিক বেতন বৃদ্ধি ৪০৫
অধীনদের সাথে সুসম্পর্ক ৪০৫
শিকারের আদলে সেনা-প্রশিক্ষণ ৪০৫
গোপনীয়তা ৪০৫
সেনাদলের যাত্রা ও অবস্থানকালে দুর্বলদের প্রতি মনোযোগ ৪০৬
সিপাহিদের পরিচিতি ৪০৬

রাজনৈতিক সংস্কার ........ ৪০৭
পদায়নের ক্ষেত্রে অভিজাত ও জ্ঞানী লোকদের নির্বাচন ........ ৪০৭
পদধারী ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি ........ ৪০৭
অমুসলিমদের শীর্ষপদ প্রদানে সাবধানতা ........ ৪০৭
দুশ্চরিত্র ও নীচ মানসিকতার লোকদের থেকে বেঁচে থাকা ........ ৪০৮
বিদ্রোহী ও সিপাহিদের সাথে কঠোরতা ........ ৪০৮
বলবনের রাজনীতির কিছু স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য দিক ........ ৪০৯
ইসলামি খেলাফতের মর্যাদা দান ........ ৪১০
ন্যায়বিচার ও ইনসাফ ........ ৪১০
ইনসাফের প্রতীক কাজি ইমাদুল মুলক ........ ৪১১

রাজকীয় শিষ্টাচার ও শান-শওকত ........ ৪১১
দরবারের দৃশ্য ........ ৪১৩
শান-শওকতের দৃশ্য ........ ৪১৩
উৎসব ও মাহফিলের দৃশ্য ........ ৪১৩
শিকারের প্রতি আগ্রহ ........ ৪১৪
সুলতানের উপর প্রাচীন পারসিক বাদশাহদের প্রভাব ........ ৪১৫

রাজনীতি শিক্ষা ........ ৪১৭
শাহজাদা বুগরা খানকে উপদেশ ........ ৪১৭
উপদেশগুলোর সারমর্ম ........ ৪১৮

সুলতানের দীনদারি ........ ৪১৮
নামাজ ও নফলের প্রতি গুরুত্বারোপ ........ ৪১৯
উলামা-মাশায়েখদের সাথে সম্পর্ক ........ ৪১৯
মাজারসমূহে উপস্থিতি ও জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ ........ ৪১৯
ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ ........ ৪১৯
সীমালঙ্ঘনের প্রতিকার ........ ৪১৯
বলবন সম্পর্কে আল্লামা বারনি রহ.-এর অভিমত ........ ৪২০
মানবিক সাম্য এবং বংশ মর্যাদার প্রভাব ........ ৪২০
সুলতান বলবনের সংস্কার কাজের প্রভাব ........ ৪২২

**সুলতান মুয়িজ্জুদ্দিন কায়কোবাদ ........ ৪২৩**
ফখরুদ্দিন কোতোয়ালের ষড়যন্ত্র ........ ৪২৩
শাহজাদা কায়খসরুর পলায়ন এবং শাহজাদা কায়কোবাদের অভিষেক ........ ৪২৩

পদ বণ্টন ..... ৪২৪
মালিক নিজামুদ্দিনের উত্থান ও আধিপত্য ..... ৪২৪
কায়কোবাদের বিলাসিতা ও উন্মত্ত আমোদ-প্রমোদ ..... ৪২৫
শাহজাদা কায়খসরুর জীবন-কাহিনি ..... ৪২৬
সুলতান কায়কোবাদের সাথে কায়খসরুর চিঠি আদানপ্রদান ..... ৪২৬
মালিক নিজামুদ্দিন শাহজাদা কায়খসরুকে যেভাবে হত্যা করালেন ..... ৪২৭
উজির খাজা খাতিরকে অপমান : নওমুসলিম মোঙ্গল অফিসারদের ওপর জুলুম ..... ৪২৮
নিজামুদ্দিনের চালবাজি : আমিরদের ওপর জুলুম ..... ৪২৯
নিজামুদ্দিনকে ফখরুদ্দিন কোতোয়ালের উপদেশ ..... ৪৩০
সুলতান কায়কোবাদের সাথে পিতা বুগরা খানের সাক্ষাতের চেষ্টা ..... ৪৩১
পিতা-পুত্রের মধ্যে পত্রবিনিময় ..... ৪৩২
পিতা-পুত্র মুখোমুখি ..... ৪৩৪
ছেলেকে বুগরা খানের উপদেশ ..... ৪৩৪
বুগরা খানের প্রত্যাবর্তন এবং ছেলেকে শেষ নসিহত ..... ৪৩৭
কায়কোবাদের ওয়াদা ভঙ্গ ..... ৪৩৭
নিজামুদ্দিনকে হত্যা ..... ৪৩৮
নতুন পদ বণ্টন ..... ৪৩৯
পক্ষাঘাতগ্রস্ত কায়কোবাদ : সিংহাসনে তিন বছরের শিশু ..... ৪৪০
মালিক কুচনের ষড়যন্ত্র : খিলজি সরদার মালিক ফিরোজের প্রতিরোধ ..... ৪৪০
মালিক কুচনের ব্যাপারটির নিষ্পত্তি : শিশু বাদশাহ মালিক ফিরোজের হাতে ..... ৪৪১

**শামসুদ্দিন কায়োমারস ..... ৪৪২**
কায়কোবাদ হত্যা : গোলাম পরিবারের পতন ..... ৪৪২

গোলাম বংশের পতনের কারণ ..... ৪৪৩
১. চেহেলগানি তুর্কি আমিরদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ..... ৪৪৩
২. অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত ..... ৪৪৩
৩. সালতানাতের মৌলিক অবকাঠামোতে দুর্বলতা ..... ৪৪৪
৪. কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অভাব ..... ৪৪৪
৫. দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরসূরি ..... ৪৪৪

৬. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ...... ৪৪৪
৭. সামরিক ব্যবস্থায় দুর্বলতা এবং অভিজাত শ্রেণির ওপর নির্ভরশীলতা ...... ৪৪৪
৮. আমির ও সরদারদের বংশীয় দলাদলি ...... ৪৪৫

# শুরুর কথা

ইতিহাস একটি সাগর, আর ইতিহাসবিদগণ হচ্ছেন সেই সাগরের ডুবুরি। তারা সময়ের স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলেন না; বরং সাগরে ডুব দিয়ে সেসব মণিমুক্তো কুড়িয়ে আনেন, যেগুলো গ্রন্থ নামের ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে। ঐতিহাসিক বাস্তবতা কোনোক্রমেই মণিমুক্তো থেকে কম মূল্যবান নয়। ডুবুরিরা মুক্তো তৈরি করেন না; সংগ্রহ করেন। যারা তৈরি করে, তারা ডুবুরি নয়; তারা নকলবাজ। ইতিহাসবিদদের কাজ ইতিহাস তৈরি করা নয়—তারা ইতিহাস (আমদানি করেন) তুলে ধরেন। ইতিহাসের সাধারণ একজন ছাত্র হিসেবে আমার চেষ্টার সারাংশ হচ্ছে, আমি সত্য ইতিহাস তুলে ধরব এবং ইতিহাস নিয়ে নকলবাজদের মুখোশ উন্মোচন করব।

আলহামদুলিল্লাহ, এই নিয়ত ও দৃঢ় ইচ্ছে নিয়ে এ যাবত *তারিখে উম্মাতে মুসলিমা*র পাঁচটি খণ্ড পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবার ষষ্ঠ খণ্ডটি আপনাদের পড়ার টেবিলে হাজির। এই খণ্ডটি রচনা করা হয়েছে উপমহাদেশ তথা পাক-ভারতের ইসলামি ইতিহাস ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করার জন্য। ইচ্ছে ছিল এই (মূল) এক খণ্ডের মধ্যেই উপমহাদেশের সামগ্রিক ইতিহাস নিয়ে আসব। এ কাজের জন্য প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা লেখার পরিকল্পনা ছিল। মনে করেছিলাম ৪০০ পৃষ্ঠার মধ্যে গজনবি সুলতানদের ইতিহাস থেকে লোধি আফগানিদের ইতিহাস সমাপ্ত করব, আর বাকি ৪০০ পৃষ্ঠার মধ্যে মোগল সুলতানদের ইতিহাস উল্লেখ করব। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার পর যখন ইতিহাসের প্রাচীন উৎস ঘাটতে শুরু করি, তখন অবস্থা দাঁড়ায় এমন—

کرشمہ دامنِ دل می کشد کہ جاں اینجاست

হৃদয়ের আঁচলের টান বলছিল, প্রাণ যে আছে এখানেই।

কোথাও বিজয়-সফলতার, দৃঢ়তার এবং ত্যাগ ও কুরবানির এমন দৃশ্য ধমনির রক্তকণিকায় আবেগের ঢেউ তুলছিল; আবার কোথাও বুজুর্গানে দীনের আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা, বিনয়, দীনি দাওয়াতের প্রতি আত্মনিবেদন এবং সৃষ্টিসেবায় নিজেদের বিলীন করে দেওয়ার ঈমানজাগানিয়া এমন উদাহরণ সামনে চলে আসছিল—যা দেখে নিজের ঈমানের ওপর আফসোস হচ্ছিল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু

হতভাগা, পাষাণ-হৃদয় জালেম ও পাপাচারীদের এমন অবস্থাও সামনে আসছিল—যা দেখে আপনাতেই মুখ দিয়ে কবি ইকবালের এই পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হচ্ছিল—

یہ وہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

এরাই সেই মুসলমান, যাদের দেখে ইহুদিরাও লজ্জা পায়।

মোটকথা, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসে শিরোনামের জন্য যে দশ পৃষ্ঠা লেখার পরিকল্পনা করছিলাম, লিখতে গিয়ে তা বিশ থেকে ত্রিশ পৃষ্ঠা অতিক্রম করে যায়। তাও এমতাবস্থায় যে, আমি কলমরূপী অশ্বের লাগাম জোরে টেনে ধরছিলাম এবং প্রায় জোর করেই সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বারবার কলমের মোড় ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম। এমনটি না করলে আলোচনার পরিধি আরও বেড়ে যেত। এই অংশ লিখতে গিয়ে আমি প্রায় বারো থেকে ষোলো শত কর্মঘণ্টা ব্যয় করেছি। কাজে একনিষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে ফোন, হোয়াটসঅ্যাপসহ সকল প্রকার স্যোশাল মিডিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছি। আনন্দ-বেদনার উৎসব, শোকপ্রকাশে অংশগ্রহণ, রুগ্‌ণদের দেখাশোনা, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দিয়েছি। মোটকথা, আমার তখনকার অবস্থাকে একটি ইলমি ইতিকাফ মনে করতে পারেন, যেখানে একান্ত বাধ্যবাধকতা ছাড়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। এর মধ্যে রোগাক্রান্ত হলে চরম পর্যায়ের বাধ্যতা ছাড়া ডাক্তারের শরণাপন্নও হইনি।

এমন নিরবচ্ছিন্ন ও একাগ্র অবস্থায় দিনের হিসেব তো পরের কথা, কত সপ্তাহ ও মাস যে কেটে গেছে, সে খেয়ালও রাখিনি। একপর্যায়ে পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে উঠলে তা প্রকাশকের হাতে তুলে দেওয়ার মনস্থ করি; কিন্তু পরিকল্পিত কাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, কাজ মাত্র অর্ধেক সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা জহিরুদ্দিন বাবরের হাতে ইবরাহিম লোধির পরাজয় পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পেরেছি। মোগল সালতানাতের পুরো কাজই বাকি রয়ে গেছে। তখন মনে হয় মোগল সালতানাত নিয়ে কাজ করতে হলে না জানি কত সময় লাগবে—তাই যেটুকু হয়েছে আপাতত ওইটুকুই প্রকাশ করা হোক। কারণ, এইটুকুও প্রায় নয়শো পৃষ্ঠারের বিশাল এক খণ্ড হয়ে গেছে। এখানে সুলতান মাহমুদ গজনবি কর্তৃক উপমহাদেশে হামলার ইতিহাস থেকে বাবরের হাতে ইবরাহিম লোধির পরাজয়ের ইতিহাস এসে গেছে। যেখানে এসে একটি কালের সমাপ্তি এবং আরেকটি কালের সূচনা ঘটে থাকে।

পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা বাকি কাজটুকু সমাপ্তির জন্য দোয়া করতে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ, বাকি কাজটুকু হবে *তারিখে উম্মতে মুসলিমা*র সপ্তম খণ্ড। আবারও অধমের শারীরিক সুস্থতার জন্য দোয়ার আবেদন রইল।

***

হিন্দুস্তানে মুসলিম সুলতানদের আগমন এমন একটি ঘটনা—যা অতীতের আঁধারচ্ছন্ন জানালা খুলে ধরে। সেই মুহূর্তটির শুরু ওই ধুলোবালি থেকে—যা সুলতান মাহমুদ গজনবির সঙ্গে আগত মুজাহিদদের ঘোড়ার খুড়ের আঘাতে উড়ছিল; যে মুহূর্তের তাকবিরধ্বনি হিন্দুস্তানকে বহু শতাব্দীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল।

এখানে এসে সূচনা হচ্ছে ইতিহাসের একটি নতুন কালপর্ব—যা শুধু বিজয় ও পরাজয়ের ইতিহাস নয়; বরং সেটা হচ্ছে উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির ও প্রভাব-প্রতিপত্তির একটি মনকাড়া আখ্যান। ঘুরিরা এই হিন্দুস্তানে এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত গড়েছিল। এরপর দাস-পরিবারের শাসনামলে এখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা শেকড় বিস্তার করেছিল। খিলজি, তুগলক, সায়্যিদ ও লোধি হচ্ছে ওই ইতিহাসের পরম্পরা। এই শেকলের প্রতিটি কড়ার ইতিহাস প্রাচীন উৎসগ্রন্থাদিতে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে প্রতিটি পরিবারের উত্থান-পতনের ইতিহাস স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ; যার পাতায় পাতায় রয়েছে শিক্ষাগ্রহণের অসংখ্য উপাদান। পরতে পরতে দেখা যায় 'যেমন কর্ম তেমন ফল'-এর বাস্তব উদাহরণ। প্রতিটি ব্যক্তি ও ঘটনার সঙ্গে দেখা যায় বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছে মোতাবেক পরিণতি। এটাই সেই মূলনীতি—যা বিগত নবী-রাসুলদের কাছে প্রেরিত আসমানি কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআন মাজিদ ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। আফসোস! মানুষ বারবার এসব ভুলে যায়। নতুন করে সেসব অপরাধে লিপ্ত হয়—যা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়ে থাকে।

***

উপমহাদেশের ইতিহাস শুধু সুলতান ও রাজা-বাদশাহদের বালাখানা, দুর্ভেদ্য দুর্গ ও রণক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এই ইতিহাসের আত্মা সেসব দীনি কেন্দ্রে স্পন্দিত, যেগুলো উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের ত্যাগের সুবাদেই মুকুট ও সিংহাসনের যুদ্ধের পাশাপাশি জ্ঞান ও শিল্পকলার দীপ জ্বলছিল। মধ্য-এশিয়া থেকে শত শত আল্লাহর ওলি ও প্রাজ্ঞ আলেমগণ হিজরত করে এখানকার ইলমি বাগানে পানি সিঞ্চনের জন্য ছুটে এসেছিলেন।

তারা ছিলেন দীনি আকাশের সেসব সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যারা ভালোবাসা, সদ্ব্যবহার এবং ইলমের নুর দ্বারা এখানকার সাধারণ মানুষের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। তারা ছিলেন সেসকল মনীষী, যারা এই ভূখণ্ডে ইসলামের সত্যিকারের ভিত স্থাপন করেছিলেন; মানবতার নতুন পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। যদি ওই মনীষীদের ইতিহাস

না থাকত, তাহলে উপমহাদেশের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ-বিদ্রোহ, ক্ষমতার রশি টানাটানি ও গৃহযুদ্ধের একটি প্রাণহীন উপাখ্যান হয়ে থাকত। তাই সাম্রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি অধমের চেষ্টা ছিল—যেন পাঠক-সমাজকে ওই বুজুর্গদের অবস্থান, মর্যাদা, চিন্তা-চেতনা, ঈমানি আবেগ এবং দাওয়াত ও মেহনত সম্পর্কেও জ্ঞাত করে তুলি। যাতে আমাদের স্মৃতিতে এ বিষয়টি জাগ্রত থাকে, শুরু থেকেই এই ভূখণ্ডে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি একটি দাওয়াতি, ঈমানি, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক আন্দোলন সক্রিয় ছিল। সেই প্রচেষ্টার ফলেই এই ভূখণ্ডের মুসলমান আজ অবধি বিশ্বের বুকে আলাদা মর্যাদার আসনে সমাসীন।

***

**এই অংশের বিন্যাস কিছুটা নিম্নরূপ :**

প্রথম অধ্যায় : হিন্দুস্তান বিজেতা তথা গজনবি ও ঘুরি সুলতানগণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গজনবি-ঘুরি আমলে হিন্দুস্তানি উলামা-মাশাইখগণ।

তৃতীয় অধ্যায় : দিল্লির বাদশাহগণ (দাস-পরিবার, খিলজি, তুগলক, সায়্যিদ ও লোধি)।

চতুর্থ অধ্যায় : দিল্লির বাদশাহি আমলে খ্যাতিমান উলামায়ে কেরাম।

পঞ্চম অধ্যায় : দিল্লির পতনকালে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সালতানাত।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় আলেমগণ।

অধম *তারিখে উম্মতে মুসলিমা* গ্রন্থের এই খণ্ডটি লিখতে গিয়ে পরিশ্রম ও চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তারপরও মনে হয়েছে—কাজটি যথাযথ মর্যাদায় সম্পন্ন হয়নি। এক্ষেত্রে বড় বাধাটি ছিল কিতাবাদির স্বল্পতা। পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন প্রায় সব ইতিহাসগ্রন্থই ফারসি ভাষায় রচিত। আমাদের এখানে সেসকল কিতাবের বাজার-চাহিদা প্রায় শূন্য পর্যায়ে। বাজার-চাহিদা না থাকায় কুতুবখানাগুলোতে ফারসি কিতাবাদি রাখা হয় না। গবেষকদের জন্য একেকটি কিতাব সংগ্রহের জন্য মাথায় যন্ত্রণার পাহাড় বহন করতে হয়। ভাগ্য সহায় হলে আরাধ্য রত্ন হাতে আসে। এ কারণেই উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি ফারসি কিতাব শত চেষ্টার পরও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যাহোক, আল্লাহ সহায় হলে ওই কিতাবগুলো যদি আমাদের হাতের নাগালে আসে এবং দেহে কাজ করার মতো শক্তি থাকে, তাহলে এই কাজটুকু আরও সুন্দর করার আশাবাদ রইল।

***

যেকোনো গবেষণার কাজ করতে হলে আগে কাঙ্ক্ষিত কিতাবাদি হাতে পাওয়া হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজন। অন্যথায় ওই কাজ নিয়ে এক কদমও সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আমি ইদারা আল-মানহালের কাছে কৃতজ্ঞ, তারা আমাকে কাঙ্ক্ষিত কিতাবাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বত সহায়তা জুগিয়ে গেছেন। আমি প্রিয় হারিস আলি ডোগর (করাচি) আর ভাই আবু হুরায়রার (জামিয়াতুর রাশিদ) কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ; কাজ করতে গিয়ে যখন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কিতাবাদি সংগ্রহ করতে পারছিলাম না, তখন তারা প্রথম সুযোগেই সেগুলো খুঁজে বের করে আমার কাছে সরবরাহ করেছেন। আমার সহায়ক ভাইদ্বয়কে আল্লাহ তার শান মোতাবেক জাজায়ে খায়ের দান করুন।

***

*তারিখে উম্মতে মুসলিমার* এই খণ্ডটি আমাদের জন্য এ কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, এর সম্পর্ক ধরিত্রীর ওই ভূখণ্ডের সাথে—যেখানে আমরা বসবাস করছি। এই ভূখণ্ড কতটা আকর্ষণীয়, বিস্ময়কর, শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক ইতিহাসের ধারক, সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে তা কিছুটা হলেও অনুমান করা যাবে। আর এগুলো পড়ে, বুঝে, আত্মস্থ করে আমরা নিজেদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ সাজিয়ে তুলতে পারি।

উপমহাদেশের ইতিহাস বুঝার জন্য এখানকার অঞ্চল ও স্থানের বিস্তারিত বিবরণ থাকা জরুরি। এজন্য অধম চেষ্টা করেছি, যেসব স্থান পাঠকদের কাছে অজ্ঞাত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, টীকায় সেগুলোর বিবরণ তুলে ধরার।

আমার বিশ্বাস; কিতাবটি ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য সমানভাবে ইলমি সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। ইনশাআল্লাহ, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই পরবর্তী খণ্ডের কাজ শুরু করা হবে। সেই খণ্ডে সুলতান জহিরুদ্দিন বাবরের কাল থেকে সুলতান বাহাদুর শাহর কাল পর্যন্ত ইতিহাস তুলে ধরা হবে। আল্লাহ এই অক্ষম বান্দার সামান্য প্রয়াস কবুল করে একে পরকালের নাজাতের উসিলা বনান। আর পাঠকদের ইলম ও আমল জানাশোনায় উন্নতি দান করুন।

**মুহাম্মাদ ইসমাইল রেহান**

ইদারা উলুমুল কুরআন, তাহসিল হাসান আবদাল, আটক

২রা জুমাদাল উলা, ১৪৪৭ হিজরি

২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

শুক্রবার, ২.৫৫ ঘটিকা

# স্মর্তব্য

১. অনেক ক্ষেত্রে একই টীকায় দুই বা ততোধিক কিতাবের সূত্র দেওয়া হয়েছে। এটা সাধারণত এ উদ্দেশ্যে, যাতে পাঠক হাতের কাছে যে কিতাবটি পান সেটি দেখে নিতে পারেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর উদ্দেশ্যে এটাও যে, ঘটনা বা বর্ণনাটি বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই ঘটনাটি খুঁজতে গিয়ে পাঠক কোনো একটি কিতাবে পুরো বর্ণনা খুঁজে না পেলে যেন অন্য কিতাব খুলে দেখে নিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ, এভাবে অল্প চেষ্টায় পুরো ঘটনার বিবরণ পেয়ে যাবেন।

২. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে নতুন সংস্করণ, তাহকিককৃত এবং সচরাচর পাওয়া যায় এমন কপি সামনে রাখা হয়েছে। কিতাবের শেষ দিকের ইনডেক্স থেকে জানা যাবে কোন প্রকাশনীর কপি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, পাঠক টীকাগুলো যাচাই করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনীর কপিগুলো সামনে রাখলে ইনশাআল্লাহ সহজেই তা পেয়ে যাবেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো কিতাবের নতুন এডিশনে দু-চার পৃষ্ঠা এদিক-ওদিক হতে পারে। তাই পাঠক উল্লেখিত পৃষ্ঠায় টীকার বিষয়বস্তু না পেলে সামনে বা পেছনে দু-চার পৃষ্ঠা দেখে নেবেন।

৩. *তারিখে ফিরিশতা* গ্রন্থের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যেখানে 'তারিখে ফিরিশতা ফারসি' লেখা রয়েছে, সেখানে 'আঞ্জুমানে আসার ও মুফাখির ফারহেঙ্গি ইরান' থেকে ছাপা নতুন এডিশন উদ্দেশ্য। আর যেখানে 'তারিখে ফিরিশতা উর্দু' লেখা রয়েছে, সেটি দ্বারা ওই প্রাচীন এডিশন উদ্দেশ্য—যেটি মেজর জেনারেল জন ব্রিগেস ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট কলেজ প্রেস বোম্বাই থেকে ছাপিয়েছিলেন। আমি জনৈক প্রকাশকের কাছ থেকে গ্রন্থটির অসম্পূর্ণ কপি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাই বাধ্য হয়ে ওই দুই নুসখাকে সামনে রেখে কাজ চালাতে হয়েছে। তবে অধিকাংশ তথ্য নতুন কপি থেকেই নেওয়া হয়েছে।

# ইসলামপূর্ব যুগে উপমহাদেশ

## উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

পাক-ভারত উপমহাদেশ একটি বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। এটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এ এমন একটি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক এলাকা, যার রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্টপূর্ণ অবস্থান।

উপমহাদেশ বলতে মূলত বর্তমান সাতটি দেশের সমষ্টিকে বোঝায়। সেগুলো হচ্ছে : ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ। ভৌগোলিকভাবে সম্প্রসারিত উপমহাদেশের মধ্যে কখনো কখনো আফগানিস্তান ও মিয়ানমারের কিছু অংশও গণ্য হয়ে থাকে।

উপমহাদেশ কেবল একটি ভূখণ্ড নয়; এটি প্রকৃতির এক অপূর্ব নির্মাণশৈলী—যা প্রকৃত শিল্পী আল্লাহ তাআলা তার বিশেষ মনোযোগ দিয়ে গড়ে তুলেছেন। এটি এমন এক বই, যার পৃষ্ঠাগুলো ধারণ করে মহাকালের অসংখ্য কাহিনি।

## উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা

**উত্তরাংশ :** এর উত্তরে রয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়, কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ—যা প্রাকৃতিকভাবে একে মধ্য-এশিয়া থেকে আলাদা করার ভূমিকা রেখেছে।

এখানে হিমালয় পর্বতশ্রেণি প্রাকৃতিক প্রহরীর মতো বুক টান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশের সঙ্গে কথা-বলা বরফের টুপি-পরা শৃঙ্গগুলো যেন প্রাকৃতিক প্রহরার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এই পর্বতটি যেন পৃথিবীর মাথা। এখান থেকে বহমান সিন্ধু, গঙ্গা ও অন্যান্য নদ-নদী তাদের ঢেউয়ের তালে লক্ষ-কোটি পানপাত্র নিয়ে পাঞ্জাব, সিন্ধ, দোয়াব ও পূর্ব-ভারতীয় মাঠঘাট হয়ে বয়ে চলে এবং হাজার হাজার একর জমিতে জল সিঞ্চন করে সেগুলোকে উর্বর করে রেখে যায়। ওই বিস্তীর্ণ

মাঠগুলোকে দেখতে সবুজের গালিচার মতো মনে হয়। যেখানে ফসলের খেত শীষের আকারে সোনা ফলায়—যা কৃষকের স্বপ্নকে করে তুলে রঙিন।

**পূর্বাংশ :** পূর্বে উপমহাদেশের সীমারেখা মিয়ানমার (বার্মা) ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ স্পর্শ করে।

**পশ্চিমাংশ :** উপমহাদেশের পশ্চিম সীমান্তে থর মরুভূমির ভাঁজে ভাঁজে বালি যেন হলুদাভ বিছানা বিছিয়ে রেখেছে। সেখানে বালিয়াড়িগুলো সময়পরিক্রমায় আপন জায়গা বদলাতে থাকে। তবে রান অব কচ্ছের জলাভূমি প্রাকৃতিকভাবেই সিন্ধের নিরাপত্তার দায়িত্ব আদায় করে থাকে। ওদিকে কোহ-ই-সুলাইমান পর্বতশ্রেণি পশ্চিম-এশিয়ার হামলাকারীদের জন্য যেন কুদরতি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একইভাবে বেলুচিস্তানের মালভূমি একে পারস্য থেকে আলাদা করে থাকে।

**দক্ষিণাংশ :** দক্ষিণ দিকে অঞ্চলটি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানে পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগরের সীমারেখাকে সামুদ্রিক আকার দিয়ে থাকে। ওই উপকূলীয় এলাকা ভারত মহাসাগর থেকে উঠে আসা লোনা বাতাস দ্বারা আন্দোলিত হয়ে থাকে। সাগরের ঢেউ যেন ক্লান্ত মুসাফিরের মতোই উপকূলে আছড়ে পড়ে; এরপর সেখানকার বালিতে চুমু খেয়ে আবার সাগরে ফিরে যায়। উপকূলীয় অঞ্চলের ডানে-বামে থাকা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর যেন উপমহাদেশীয় সালতানাতকে কুদরতি প্রহরা দিয়ে থাকে।

## ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

উপমহাদেশের হিমালয়ান অঞ্চল একটি স্পর্শকাতর এলাকা। এখানে সতত ভূমিকম্প ও ভূ-পরিবর্তন ঘটে থাকে। উত্তরের বিশাল এলাকা, যাকে ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি বলা হয়, তা হচ্ছে পৃথিবীর উর্বরতম অঞ্চল। জায়গাটি সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি ও পলি দ্বারা গঠিত। এখানকার পানি-ব্যবস্থাপনা এই নদী-তিনটির ওপর নির্ভরশীল। আবার নদী-তিনটির বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি অসংখ্য উপনদীর অবদানের ওপর নির্ভরশীল।

দক্ষিণে উপকূলের দিকে আগ্নেয় শিলায় গঠিত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি একটি দানবাকৃতির ঢালের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে। যে পাথরগুলোর ভেতরে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার আওয়াজ এবং ইতিহাসের অজানা অসংখ্য কাহিনি। এর সীমারেখা পূর্ব ও পশ্চিমে ঘাটের (Ghats) পর্বতশ্রেণি থেকে সূচিত।

ভূখণ্ডটির আবহাওয়া মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। ওই বাতাস বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে উক্ত ভূখণ্ডে পানি জোগান দেওয়ার বড় একটি মাধ্যম।

উপমহাদেশের মৌসুম যেন কোনো মহান শিল্পাচার্যের আঁকা অবিস্মরণীয় চিত্র। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ঝরা বৃষ্টির কণাগুলো যেন আকাশ থেকে মুক্তো হয়ে ঝরে তৃষ্ণার্ত ভূমিকে পরিতৃপ্ত করে থাকে।

এর উত্তরের পার্বত্যাঞ্চল অত্যন্ত হিমশীতল। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর তুষারপাতের প্রাণকাড়া দৃশ্য উপভোগের জন্য পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে।

বিপরীতে পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে তীব্র গরম পড়ে থাকে এবং তা এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

পূর্বাঞ্চল—বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সেখানকার আবহাওয়া থাকে অনেকটা ভারসাম্যপূর্ণ।

গোটা এলাকা ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দরুন যেন সাতরঙা রংধনুর মতো একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের ফলে এখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতিও হয়েছে বিচিত্র। এটি মূলত কুদরতের পক্ষ থেকে একটি উপহার; যার কোণায় কোণায় প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস মিলে এক অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশের দৃশ্যায়ন ঘটিয়েছে।

## উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

উপমহাদেশের ইতিহাস হাজার বছর পুরোনো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে—প্রাপ্ত প্রত্ন-উৎসের আলোকে বোঝা যায়, এখানে মানুষের অধিবাসের ইতিহাস কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর প্রাচীন। মধ্য-হিন্দুস্তানের উর্বর ভূমিতে কৃষিজীবী প্রাচীন জাতিকে বলা হতো ‘দ্রাবিড়’। সেকালের কোনো গ্রহণযোগ্য ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন শিলালিপি ও হিন্দুদের ধর্মীয় বই-পুস্তক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব দুই থেকে আড়াই হাজার বছরের কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এখানকার লোকজন পেশায় ছিল কৃষক। খোদাইয়ের ফলে ভগ্নস্তূপ থেকে পাওয়া মুদ্রায় দেবদেবীদের ছবি দৃষ্টে অনুমিত হয়, এরা ছিল মূর্তিপূজারি। ওই সভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে বড় কোনো ভূমিকম্পে কিংবা বন্যার ফলে হঠাৎ বিলীন হয়ে গেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে মধ্য-এশিয়া থেকে আর্যরা এখানে এসে বসতি গড়েছিল। তারা গবাদি পশুর খাদ্যাভাবের দরুন বাধ্য হয়ে ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে উপমহাদেশের পাঞ্জাবে এসে প্রবেশ করে। এরপর স্থানীয়দের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এখানে তাদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে নেয়। স্থানীয় অসংখ্য মানুষকে হত্যার পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক মানুষকে গোলাম বানিয়ে নেয়।